ইসলামপুর শান্তি সংঘ
(ইশাস)

সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও নীতিমালা

SCAN ME

স্মারক নং – ২০০৮০১ তারিখঃ ১৭/১১/'২৫

ইশাস সংগঠন সামাজিক শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ব, নৈতিকতা এবং মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সংগঠনের কার্যক্রমকে স্বচ্ছ, সুশৃঙ্খল এবং দায়িত্বশীলভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে এই গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। এখানে সংগঠনের কাঠামো, সদস্যদের দায়িত্ব, আচরণবিধি এবং প্রশাসনিক নিয়মসমূহ স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছে, যা আমাদের সংগঠনের সুস্থ ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করবে।

নিম্নে ইশাস সংগঠনের আনুষ্ঠানিক গঠনতন্ত্র ও নীতিমালা উপস্থাপন করা হলো, যা সংগঠনের সকল সদস্যের জন্য বাধ্যতামূলক এবং অনুসরণযোগ্য:

১। সংগঠনের প্রকৃতি

১.১। এটি একটি সম্পূর্ণ **অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও সমাজকল্যাণমূলক সংগঠন**।
১.২। সংগঠনের নাম, পদবী, লোগো বা যেকোনো প্রতীক কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।

২। কমিটির মেয়াদ ও গঠন

২.১। পূর্ণাঙ্গ কমিটির মেয়াদ সর্বোচ্চ **দুই বছর**।
২.২। দুই বছর পূর্ণ হলে কমিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে **বাতিল** বলে গণ্য হবে।
২.৩। মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটির পর প্রধান উপদেষ্টা সর্বোচ্চ **তিন মাসের মধ্যে** নতুন কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করবেন।
২.৪। প্রয়োজনবোধে প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে একটি **আহ্বায়ক কমিটি** গঠন করা যেতে পারে।
২.৫। পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে **সিলেকশন বা ইলেকশন– উভয় পদ্ধতি** প্রয়োগ করা যেতে পারে প্রধান উপদেষ্টা/সভাপতির নির্দেশ অনুযায়ী।
২.৬। কাঙ্ক্ষিত কোনো পদে প্রার্থী না পাওয়া গেলে নির্বাচিত সভাপতি তার বিবেচনায় পদটি **মনোনীতভাবে পূরণ** করতে পারবেন।
২.৭। কোনো পদে একমাত্র প্রার্থী থাকলে তিনি **বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত** বলে গণ্য হবেন।

৩। সদস্যপদ

৩.১। সদস্য হতে সর্বনিম্ন **১০ বছর বয়স** হতে হবে।
৩.২। সদস্য ছেলে বা মেয়ে—উভয়ই হতে পারবেন।

৩.৩। সংগঠনের **আভ্যন্তরীণ গ্রুপে যুক্ত থাকা বাধ্যতামূলক**; তবে গ্রুপের গোপন তথ্য ফাঁস করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

৩.৪। প্রত্যেক সদস্যকে ইসলামী শিষ্টাচার, নৈতিকতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, শৃঙ্খলা ও পারস্পরিক সম্মান বজায় রাখতে হবে।

৩.৫। সিনিয়র সদস্যকে সম্মান এবং জুনিয়র সদস্যকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন বাধ্যতামূলক।

৪। মাসিক চাঁদা ও আর্থিক বিধান

৪.১। প্রত্যেক সদস্যকে মাসিক **২৫ টাকা** চাঁদা প্রদান করতে হবে (২০২৫ সালের অক্টোবর হতে কার্যকর)।

৪.২। টানা **চার মাস** চাঁদা প্রদানে ব্যর্থ হলে সদস্যপদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে **বাতিল** বলে গণ্য হবে।

৪.৩। সদস্য ইচ্ছা করলে এক বছরের জন্য **৩০০ টাকা অগ্রিম** চাঁদা প্রদান করতে পারবেন।

৪.৪। সংগঠনের সকল আয়ের হিসাব স্বচ্ছায়ন রক্ষা করে নির্দিষ্ট **হিসাব রেজিস্টার/ডকুমেন্টে** সংরক্ষণ করতে হবে।

৪.৫। সংগঠনের অর্থ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা **সরাসরি অপরাধ** এবং প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট সদস্য শাস্তিযোগ্য হবেন।

৫। অভিযোগ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

৫.১। কোনো সদস্য বা কমিটির সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে প্রথমে সভাপতির নিকট মৌখিকভাবে জানাতে হবে।

৫.২। সভাপতি প্রয়োজন মনে করলে পরবর্তীতে **লিখিত অভিযোগ** গ্রহণ করবেন। লিখিত অভিযোগ ছাড়া কোনো অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না।

৫.৩। সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে প্রধান উপদেষ্টার কাছে লিখিত অভিযোগ প্রদান করতে হবে।

৫.৪। মাদক, জুয়া, বা যেকোনো অসামাজিক কাজে জড়িত থাকা এবং প্রমাণিত হওয়া মাত্রই সদস্যপদ **বাতিল** হবে।

৫.৫। সংগঠনের নাম বা পদ ব্যবহার করে কোনো সদস্য **ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করলে** তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।

৫.৬। অভিযুক্ত সদস্য নির্ধারিত শাস্তি মানতে অস্বীকৃতি জানালে তার সদস্যপদ **চূড়ান্তভাবে বাতিল** করা হবে।

৬। কর্তব্য , দায়িত্ব ও আচরণবিধি

৬.১। সংগঠনের যেকোনো কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সকল সদস্যকে **শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক** সহযোগিতার মানসিকতা রাখতে হবে।

৬.২। মাসিক সভায় সদস্যদের উপস্থিত থাকা **বাধ্যতামূলক**—প্রয়োজনে অনুপস্থিতির কারণ সভাপতি/সাধারণ সম্পাদককে জানাতে হবে।

৬.৩। সংগঠনের সিদ্ধান্ত মানতে প্রত্যেক সদস্য বাধ্য।

৬.৪। সংগঠনের যেকোনো নথি, তথ্য বা ডকুমেন্ট অপব্যবহার করা যাবে না।

৭। জরুরি সভা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

৭.১। প্রয়োজনে সভাপতি বা প্রধান উপদেষ্টা **জরুরি সভা** ডাকতে পারবেন।

৭.২। সংগঠনের যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও উপদেষ্টা মিলে **চূড়ান্ত অনুমোদন** প্রদান করবেন।

৭.৩। সভায় উপস্থিত সদস্যদের **বহুমত ভিত্তিতে** সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে যেখানে প্রয়োজন।

৮। গঠনতন্ত্র সংশোধন

৮.১। সময়ের প্রয়োজন অনুসারে এই গঠনতন্ত্রের ধারা পরিবর্তন, বর্ধন বা সংযোজন করা যাবে প্রধান উপদেষ্টার তত্ত্বাবধানে।

৮.২। সংশোধনী পাস করতে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদন বাধ্যতামূলক।

৯। সংগঠনের সুনাম ও নিরাপত্তা

৯.১। সংগঠনের সুনাম বা ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়—এমন কোনো কাজ, আচরণ, বক্তব্য বা পোস্ট শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

৯.২। সংগঠনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বা বিরোধ সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ কঠোরভাবে **নিষিদ্ধ**।

৯.৩। সদস্যদের পারস্পরিক মতবিরোধ সংগঠনের ভিতরেই সমাধান করতে হবে।

১০। চূড়ান্ত ধারা

১০.১। এই গঠনতন্ত্রে বর্ণিত প্রতিটি ধারা সকল সদস্যের জন্য **চূড়ান্ত, বাধ্যতামূলক ও সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ** বলে গণ্য হবে।

১০.২। গঠনতন্ত্র লঙ্ঘন করলেই সংগঠন প্রয়োজন অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করবে, এবং প্রয়োজনে সদস্যপদ বাতিল করবে।

এই গঠনতন্ত্রের প্রতিটি ধারা ইসাশ সংগঠনের শৃঙ্খলা, ঐক্য এবং উন্নয়ন বজায় রাখার উদ্দেশ্যে প্রণীত। সকল সদস্যের আন্তরিক সহযোগিতা, দায়িত্ববোধ এবং নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাই আমাদের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও সুসংগঠিত করবে। সংগঠনের সুনাম রক্ষা ও অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করা প্রত্যেক সদস্যের নৈতিক কর্তব্য।

প্রধান উপদেষ্টা	সভাপতি	সাধারণ সম্পাদক